দৈনিক
ইত্তেফাক

07 APR 2008

ইত্তেফাক এপ্রিল ৭

মন্তব্য প্রতিবেদন

শিক্ষক-ছাত্র কেউ নিজেদের সমস্যার কথা বলছেন না

....তাবকার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠানে দু'জন ভাষা সৈনিককে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হবে।

এদিকে আওয়ামী লীগের সমর্থক নীল দলের শিক্ষকগণ এবং ছাত্রলীগসহ কতিপয় ছাত্র সংগঠন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের যোগদানের প্রতিবাদে কালো ব্যাজ পরা ও পরানোর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিছুদিন আগে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাওয়া শিক্ষক আনোয়ার হোসেনকে কালো ব্যাজ পরিয়েছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। সংবাদপত্রে ছবি বেরিয়েছে। তারা কালো কাপড় বেঁধেছে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশের মূর্তির মুখে। এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ভিন্ন একটা ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২ হাজারের উপরে ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। এদের জন্য রয়েছে ১৫০৪ জন শিক্ষক। যার ভেতরে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে অবস্থান করছেন। ছাত্রদের থাকার জন্য ১৩টি এবং ছাত্রীদের থাকার জন্য ৪টি আবাসিক হল রয়েছে। জগন্নাথ হল, জহুরুল হক হল, মহসিন হল, সূর্যসেন হল, শহীদুল্লাহ হল আকার-আয়তনের দিক দিয়ে বড় ধরনের হল। জগন্নাথ হলের সীট সংখ্যা ১৩০০ হলেও ছাত্র থাকে প্রায় তিন হাজারের মতো। অনেক সময় ছাত্র এবং বহিরাগতের অনুপাত প্রায় সমান হয়ে যায়। কারণ, রাজনৈতিক। ছাত্র জীবন শেষ করার পরও রাজনৈতিক প্রভাব (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র-শিক্ষক কেউ তাদের

(প্রথম পৃঃ পর)

খাটিয়ে সীটের দখল বহাল রাখেন এমন দখলদারের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। অভিযোগ রয়েছে এরা একশ্রেণীর শিক্ষকের কাছ থেকে আনুকূল্য পেয়ে থাকে। অন্যান্য হলের চিত্রও কম-বেশি একই রকম। ওয়ান ইলেভেনের পর দৃশ্যপট একটু ভিন্ন রকম হলেও ইদানীং আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পুরনো চেহারায় ফিরে এসেছে।

অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর যাতায়াত করতে হয় মেস বা বাসা থেকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত। তদুপরি গাড়ির অবস্থা খুবই নিম্নমানের। যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাত্রদের কষ্ট হয় এবং ছাত্রীদের দুর্ভোগ সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময় ক্লাস ধরতে বিলম্ব হয় এবং ক্লাস শেষে গাড়ির জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হয়। খাবারের সময় গড়িয়ে গেলেও কোথাও খাবার সুব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে, মিছিল করা হচ্ছে, কালো ব্যাজ পরানো হচ্ছে কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক কেউ-ই নিজেদের সমস্যার কথা বলছেন না। আমাদের মতো যাদের অবস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তাদের একথা শুনলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, আবাসিক হলগুলোতে চারজন থাকা যায় এ রকম কোন কোন রুমে ২০ জনের উপরে ফ্লোরিং করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। যেমনটি জেলখানার কয়েদিরা থাকতে বাধ্য হয়। ভর্তির মৌসুমে অবস্থা সঙ্গত কারণে আরও সঙ্গীন হয়। কখনও কখনও হলের মসজিদে, টিভি রুমে, গেষ্ট রুমে এমনকি ছাদে পর্যন্ত ছাত্ররা রাত্রি যাপন করে।

হলের খাবারের মান সম্পর্কে অভিযোগ বিস্তর। টাটকা সবজি, টাটকা মাছের তরকারি খুব কমই পাওয়া যায়। ডালের পানিতে স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ অনুপস্থিত। ডাইং টেবিল থেকে শুরু করে থালা, বাটি, গ্লাস বেসিন সবই অপরিচ্ছন্ন। কেন্টিন কিংবা ডাইনিং হলে ঢুকলে এমন উৎকট গন্ধ নাকে ঢোকে যে ক্ষুধাই পালিয়ে যায়। আগে ১৫ টাকায় এক বেলা খাওয়া যেতো। এখন লাগে ২০ থেকে ২৪ টাকা। শুধু থাকা খাওয়ার কষ্ট নয় ছাত্র নেতাদের উৎপাতও প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম সমস্যা নয়। দল করেন আর না করেন তাদের নির্দেশে মিছিলে যেতে হবে। না গেলে বিপদের ঝুঁকি থাকে।

খাবারের মতো লেখাপড়ার মানেরও অবনতি ঘটছে সমান তালে। শিক্ষকদের একটা অংশ (১২২ জন) বিদেশ গিয়েছেন। ফিরে আসার নাম নেই। আর একটি অংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে বেশী সময় দিয়ে থাকেন। শিক্ষকদের একটা বড় অংশ রাজনৈতিক আনুকূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার সুযোগ পেয়েছেন। দলীয় সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র শিক্ষক হবার প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েছেন। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা সঙ্গত কারণেই প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক অধ্যাপক মনে করেন, শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার উপযুক্ত হন। শিক্ষকদের বড় একটা অংশ শিক্ষা কার্যক্রম থেকে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকছেন। অধ্যায়ন, মনন, গবেষণাধর্মী কাজে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা খুব কম। রাজনৈতিক ও এনজিও সম্পৃক্ততা এবং খণ্ডকালীন চাকুরি করার কারণে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ইদানীং ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত মিছিল-মিটিং-এ এক শ্রেণীর শিক্ষক অংশ নিচ্ছেন। অন্যদিকে একই বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে নির্ধারিত সিলেবাস অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। অনেক সময় পরীক্ষা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সেশন জট বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা। অভিভাবকদের উপর বাড়ছে আর্থিক চাপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদেশের সচেতন নাগরিক। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে তারাই হবেন সচিব, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং আজকের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে কোন রকমের দৈন্য কাম্য হতে পারে না। শিক্ষকদের দায়িত্ব রয়েছে এই নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশের ছাত্র রাজনীতি ক'জন ছাত্রকে সুন্দর ভবিষ্যতের পথে চালিত করতে সক্ষম হয়েছে? ক'জন দেশ পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন? ক'জন নীতি-আদর্শ মূল্যবোধের প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন?

যে দলীয় রাজনীতি ছাত্রদের সোনালী ভবিষ্যতকে ধ্বংস করেছে, দেশকে ঠেলে দিয়েছে সংকটের আবর্তে সেই রাজনীতির প্রতি তাদের মোহগ্রস্ত থাকার কোন যুক্তি আমরা দেখি না। যাদের মুক্তির জন্য তারা আজ মিছিল করছেন, কালো ব্যাজ পরছেন তারা ছাত্রদের সমস্যার নিরসনে কি করেছেন? নিজেদের সমস্যার ব্যাপারে নীরব থেকে দলীয় দাবিতে সোচ্চার হওয়া ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য কতটা শোভন? এসব প্রশ্নের জবাব খুবই প্রত্যাশিত।